



তীব্র তাপদাহে মৎস্য খামারিদের করণীয়

- দিনের বেলায় জাল/হররা টেনে পুকুর/জলাশয়ের তলদেশের দূষিত গ্যাস বের করে দেয়া;
- তাপদাহ চলাকালীন প্রতি ১৫ দিনে একবার করে ভোরে প্রতি শতাংশে ১০০-২০০ গ্রাম চুন, বিকালে ১০০-২০০ গ্রাম লবণ প্রয়োগ; তাপদাহ চলাকালীন প্রতিদিন প্রতি শতাংশে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় উপাদান (আটা/ চাল/ ভুট্টার কুড়া ইত্যাদি) ৫০-১০০ গ্রাম করে প্রয়োগ করা যেতে পারে;
- তাপদাহ চলাকালীন পুকুর/জলাশয়ে ইউরিয়া অথবা ইউরিয়া জাতীয় সার প্রয়োগ বন্ধ রাখা;
- প্রয়োজনে মাছের জন্য দৈনিক খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ অর্ধেক কিংবা অবস্থাভেদে আনুপাতিক হারে কমানো;
- সম্ভব হলে পুকুর/জলাশয়ে চাষকৃত মাছের মজুদ ঘনত্ব কমানো ও পচনশীল দ্রব্য থাকলে অপসারণ করা ;
- সম্ভব হলে দুপুরের পর পুকুর/জলাশয়ে ডীপ টিউবওয়েল/সাবমারসিবল পাম্প/অন্যান্য উৎস থেকে নিরাপদ ঠান্ডা পানি বর্ণাকারে সরবরাহের মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা ও পানির প্রয়োজনীয় গভীরতা বৃদ্ধি করা ;
- অক্সিজেনের ঘাটতি হলে প্রতি শতকে প্রতি ফুট পানির গভীরতায় ১ টা করে অক্সিজেন ট্যাবলেট প্রয়োগ করা;
- চাষকৃত পুকুর/জলাশয়ে দুপুরের পর অন্তত: ১ ঘন্টা এবং শেষ রাতে কমপক্ষে ২ ঘন্টা করে প্রতিদিন এরোটর চালানো;
- জলায়তন অনুপাতে পুকুর/জলাশয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশে কচুরিপানা দিয়ে ছায়াযুক্ত স্থান তৈরি করা যেতে পারে (পুকুর/ জলাশয়ে যাতে ছড়িয়ে না যায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে);
- পুকুরের পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়মিত পরীক্ষাপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
- নিকটস্থ জেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ।



প্রচারে: মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা

